Red Tepism

- লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বলতে মূলত অফিসিয়াল কার্যক্রমের দীর্ঘসূত্রতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি এবং অহেতুক বিলম্বকে বোঝায়।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার গুনগত মান সংরক্ষণ।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- দুর্নীতি বিরোধী অভিযান।

বাংলাদেশে দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে-

- ক) ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতে
- খ) ২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে
- গ) ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালাতে
- ঘ) উপরের সবগুলোতে ✓

বাংলাদেশে দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে

- দণ্ডবিধি, ১৮৬০ আইনটি বাংলাদেশে ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্তীয় দণ্ড দান করার জন্য প্রধান আইন।

- ২০০৪ সালে দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও পরিচালনার জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠাকরণ এবং এর আইন মোতাবেক দুর্নীতিকে সর্বস্তরে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

- ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালাতে অসদাচরণ, দুর্নীতি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ‘গুরুদণ্ড’ ও ‘লঘুদণ্ড’ নামক দুই ধরনের দণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে।

জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম

- **UNCAC** (United Nations Convention Against Corruption)

জাতিসংঘ গৃহিত **দুর্নীতি রোধ বিষয়ক বৈশ্বিক কনভেনশন**।

- এটি ২০০৩ সালের ~~৩১ অক্টোবর~~ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহিত হয় এবং ~~১৪ ডিসেম্বর ২০০৫~~ সালে কার্যকর হয়।

- বাংলাদেশসহ ১৮৭টি দেশ এটির অংশীদার।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা।
- অবাধ তথ্য প্রবাহ।

সংবাদপত্র

রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর বিভাগ

- রাষ্ট্রের সুশাসন নিশ্চিত করতে সংবাদমাধ্যম পাহারাদারের ভূমিকা পালন করে।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিয়াল এডমন্ড বার্ক সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদপত্রকে নির্দেশ করে। তিনি ১৭৮৭ সালে হাউজ অব কমন্সের সংসদীয় বিতর্ক পর্বে Fourth Estate প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব বা নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি সুশাসনের প্রধান অন্তরায়।

তাই সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার স্তম্ভ ৫টি।

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম
আইন বিভাগ	নির্বাহী/শাসনবিভাগ	বিচার বিভাগ	গণমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যম	সুশীল সমাজ

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রীকরণ।

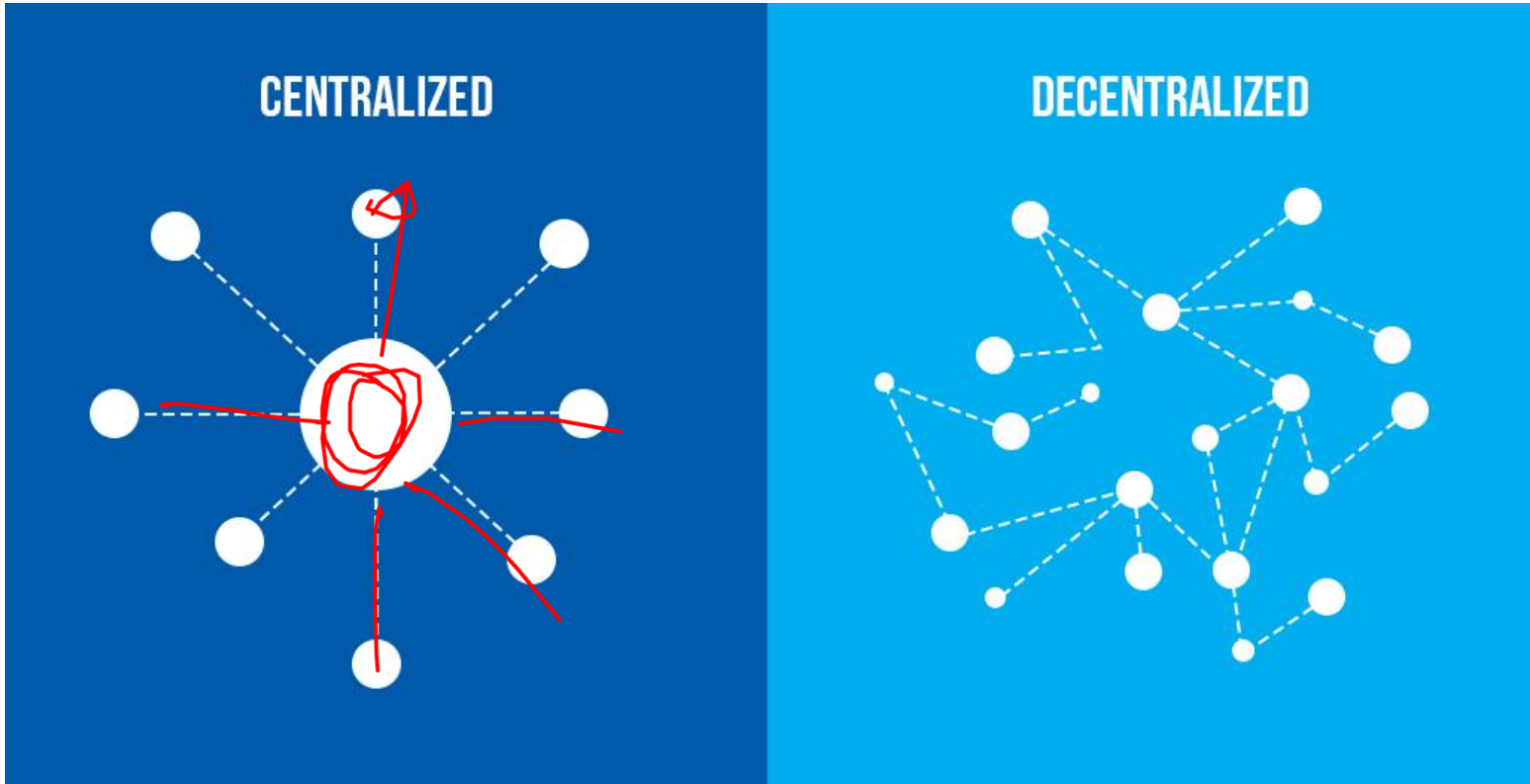

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ।
- আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ; কেউ কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেনা।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- সিটিজেন চার্টার।
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবার তালিকা।

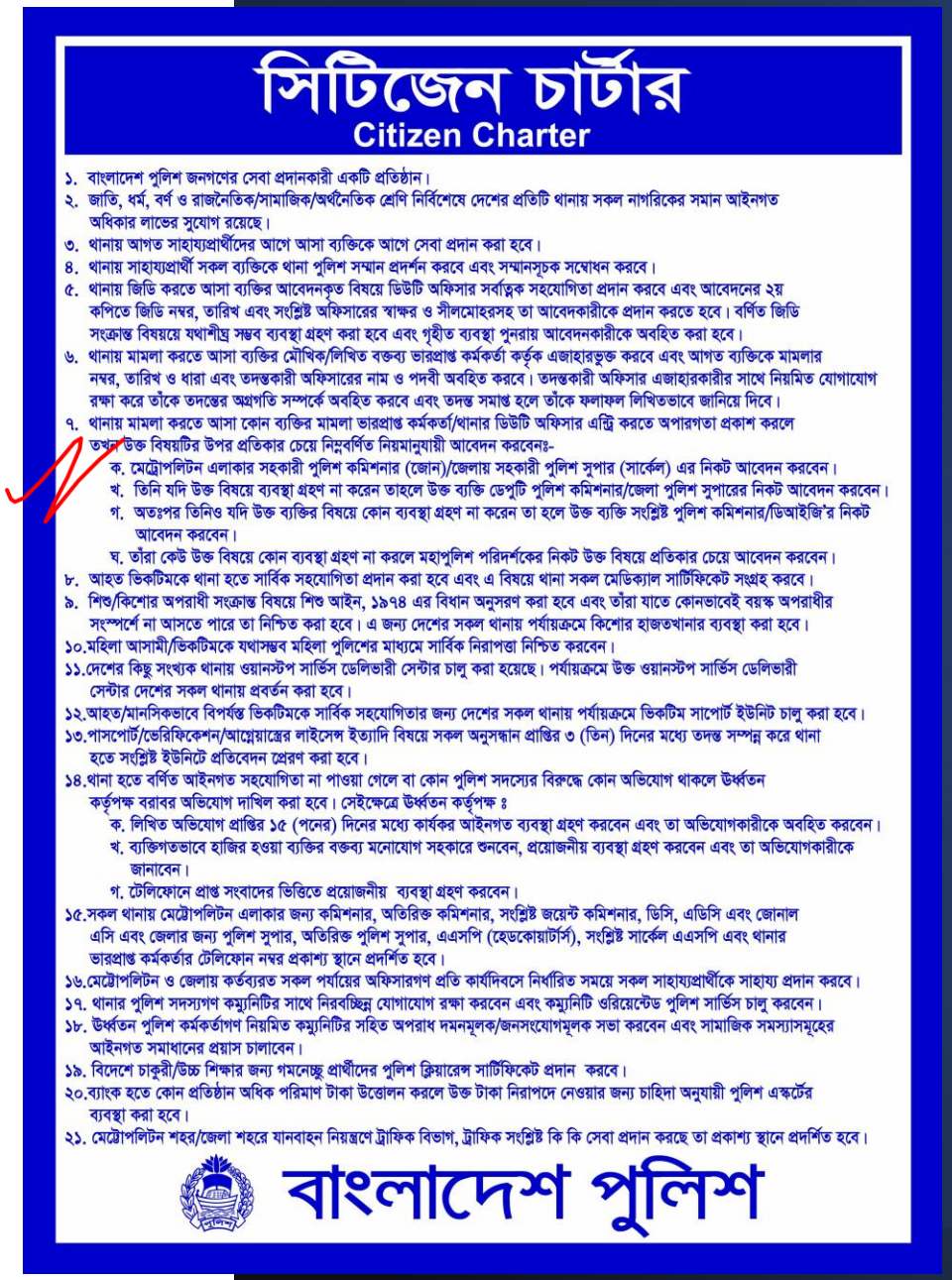

সিটিজেন চার্টার
Citizen Charter

১. বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের সেবা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান।
২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক/সামাজিক/অর্থনৈতিক শ্রেণি নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি থানায় সকল নাগরিকের সমান আইনগত অধিকার লাভের সুযোগ রয়েছে।
৩. থানায় আগত সাহায্যপ্রার্থীদের আগে আসা ব্যক্তিকে আগে সেবা প্রদান করা হবে।
৪. থানায় সাহায্যপ্রার্থী সকল ব্যক্তিকে থানা পুলিশ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সম্মানসূচক সম্বোধন করবে।
৫. থানায় জিডি করতে আসা ব্যক্তির আবেদনকৃত বিষয়ে ডিউটি অফিসার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং আবেদনের ২য় কপিতে জিডি নম্বর, তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ তা আবেদনকারীকে প্রদান করতে হবে। বর্ণিত জিডি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা পুনরায় আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে।
৬. থানায় মামলা করতে আসা ব্যক্তির মৌখিক/লিখিত বক্তব্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এজাহারভুক্ত করবে এবং আগত ব্যক্তিকে মামলার নম্বর, তারিখ ও ধারা এবং তদন্তকারী অফিসারের নাম ও পদবী অবহিত করবে। তদন্তকারী অফিসার এজাহারকারীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তদন্ত সমাপ্ত হলে তাঁকে ফলাফল লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে।
৭. থানায় মামলা করতে আসা কোন ব্যক্তির মামলা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/থানার ডিউটি অফিসার এন্ট্রি করতে অপারগতা প্রকাশ করলে তখন উক্ত বিষয়টির উপর প্রতিকার চেয়ে নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদন করবেনঃ-
   ক. মেট্রোপলিটন এলাকার সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন)/জেলায় সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) এর নিকট আবেদন করবেন।
   খ. তিনি যদি উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি ডেপুটি পুলিশ কমিশনার/জেলা পুলিশ সুপারের নিকট আবেদন করবেন।
   গ. অতঃপর তিনিও যদি উক্ত ব্যক্তির বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/ডিআইজি'র নিকট আবেদন করবেন।
   ঘ. তাঁরা কেউ উক্ত বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মহাপুলিশ পরিদর্শকের নিকট উক্ত বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করবেন।
৮. আহত ভিকটিমকে থানা হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে থানা সকল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবে।
৯. শিশু/কিশোর অপরাধী সংক্রান্ত বিষয়ে শিশু আইন, ১৯৭৪ এর বিধান অনুসরণ করা হবে এবং তাঁরা যাতে কোনভাবেই বয়স্ক অপরাধীর সংস্পর্শে না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। এ জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে কিশোর হাজতখানার ব্যবস্থা করা হবে।
১০.মহিলা আসামী/ভিকটিমকে যথাসম্ভব মহিলা পুলিশের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।
১১.দেশের কিছু সংখ্যক থানায় ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উক্ত ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টার দেশের সকল থানায় প্রবর্তন করা হবে।
১২.আহত/মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভিকটিমকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে ভিকটিম সাপোর্ট ইউনিট চালু করা হবে।
১৩.পাসপোর্ট/ভেরিফিকেশন/আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে সকল অনুসন্ধান প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে থানা হতে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।
১৪.থানা হতে বর্ণিত আইনগত সহযোগিতা না পাওয়া গেলে বা কোন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর অভিযোগ দাখিল করা হবে। সেইক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঃ
   ক. লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তা অভিযোগকারীকে অবহিত করবেন।
   খ. ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়া ব্যক্তির বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনবেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তা অভিযোগকারীকে জানাবেন।
   গ. টেলিফোনে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৫.সকল থানায় মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য কমিশনার, অতিরিক্ত কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জয়েন্ট কমিশনার, ডিসি, এডিসি এবং জোনাল এসি এবং জেলার জন্য পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এএসপি (হেডকোয়ার্টার্স), সংশ্লিষ্ট সার্কেল এএসপি এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টেলিফোন নম্বর প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হবে।
১৬.মেট্রোপলিটন ও জেলায় কর্তব্যরত সকল পর্যায়ের অফিসারগণ প্রতি কার্যদিবসে নির্ধারিত সময়ে সকল সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য প্রদান করবে।
১৭. থানার পুলিশ সদস্যগণ কম্যুনিটির সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং কম্যুনিটি ওরিয়েন্টেড পুলিশ সার্ভিস চালু করবেন।
১৮. উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কম্যুনিটির সহিত অপরাধ দমনমূলক/জনসংযোগমূলক সভা করবেন এবং সামাজিক সমস্যাসমূহের আইনগত সমাধানের প্রয়াস চালাবেন।
১৯. বিদেশে চাকুরী/উচ্চ শিক্ষার জন্য গমনেচ্ছু প্রার্থীদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করবে।
২০.ব্যাংক হতে কোন প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণ টাকা উত্তোলন করলে উক্ত টাকা নিরাপদে নেওয়ার জন্য চাহিদা অনুযায়ী পুলিশ এস্কর্টের ব্যবস্থা করা হবে।
২১. মেট্রোপলিটন শহর/জেলা শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক বিভাগ, ট্রাফিক সংশ্লিষ্ট কি কি সেবা প্রদান করছে তা প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হবে।

বাংলাদেশ পুলিশ

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- **ন্যায়পাল।**

- পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার বা কর্মকর্তাকে **ন্যায়পাল** বলে। তিনি সরকার, মন্ত্রণালয়, সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করেন।

- **ন্যায়পাল** অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট করেন কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারেন না।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- Regulatory Body
  - BTRC - Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
  - BERC - Bangladesh Energy Regulatory Commission
  - BSEC - Bangladesh Securities And Exchange Commission

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- সুশীল সমাজ।
- Civil Society / শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নাগরিক সমাজ।
- Civil Society শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় এরিস্টটলের 'পলিটিক্স' আছে।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- লিঙ্গবৈষম্যের অনুপস্থিতি
- Equity (সমতা)

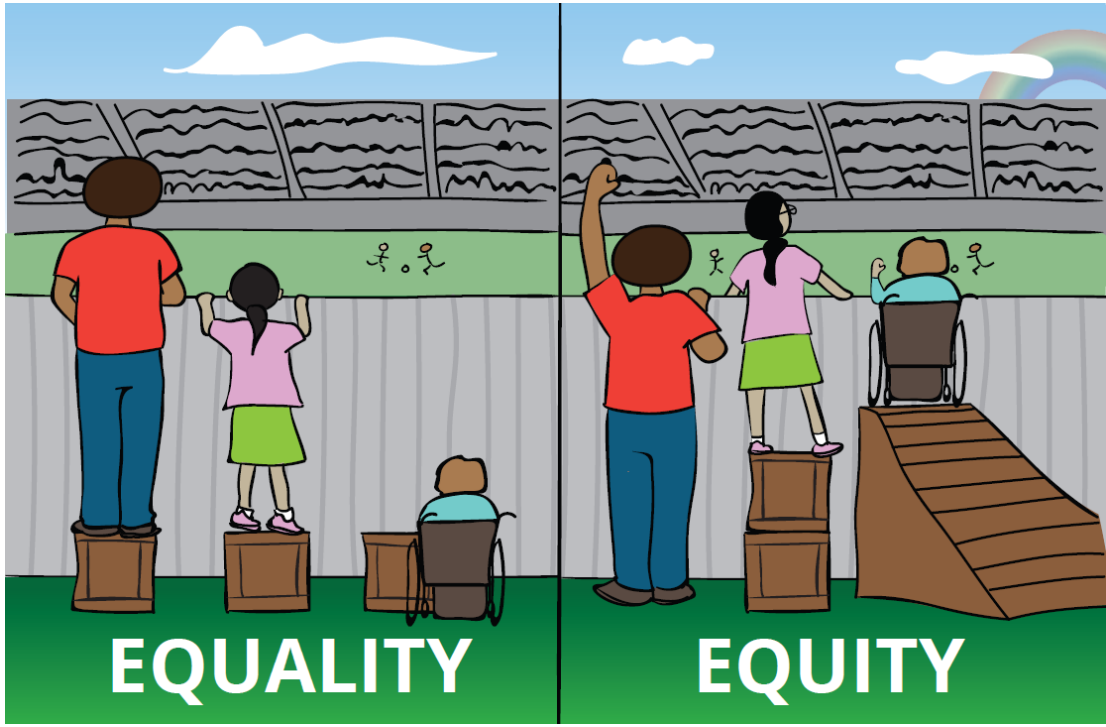

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- E-Governance

E-Governance

- সুশাসনের সহায়ক: E-Governance
- ই-গভর্নেন্স বলতে সরকারি তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, ব্যবসায়ী এবং সরকারের অন্যান্য শাখার মধ্যে যোগাযোগের সক্ষমতাকে বোঝায়।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানকেই ই-গভর্নেন্স বলে

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

- ই-গভর্নেন্স বলতে সরকারি তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, ব্যবসায়ী এবং সরকারের অন্যান্য শাখার মধ্যে যোগাযোগের সক্ষমতাকে বোঝায় –বিশ্বব্যাংক
- সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং World Wide Web (WWW)- এর মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো- ই- গভর্নেন্স - জাতিসংঘ (২০০৬)

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

- নাগরিকদের আইনগত অধিকার সম্পাদানের জন্য ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে জনগণ ও প্রশাসনিক দায়িত্বপালনরত অন্যান্য সংস্থাকে তথ্য সরবরাহ করা। - UNESCO

শাসন ব্যবস্থার ৩টি অঙ্গের মধ্যে সমন্বয়ে সাধন করে

- ১. সরকার ও শাসনের মধ্যে যোগাযোগ (G2G)
- ২. সরকার ও ব্যবসায়ের মধ্যে যোগাযোগ (G2B)
- ৩. সরকার ও নাগরিকের মধ্যে যোগাযোগ (G2C)

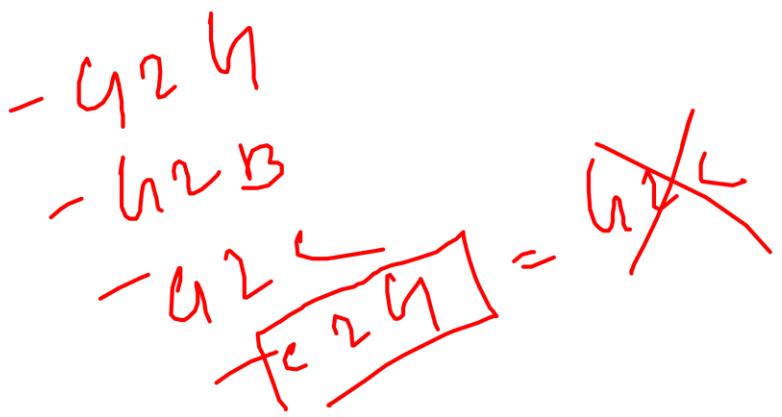

E-Governance

এ সফল অঞ্চল

ক. যুক্তরাষ্ট্র।

খ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন

গ. এশিয়া

PPP

ই-গভর্ন্যান্স সফল প্রকল্প: Public Private Partnership (PPP)

PPP তে সফল: ভারত

a2i: Access to Information (a2i)

a2i: Agency to Innovate (a2i)

- উদ্দেশ্য: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা (রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন)
- নিয়ন্ত্রক: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- প্রথম গৃহীত ২০০৭
- সহায়তা: UNDP & USAID

ই-ভোটিং (E-Voting)

- পূর্ণরুপ: Electronic Voting
- পরিকল্পনা = E-Voting: ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে
- ভোটগ্রহণ এবং গণনার পদ্ধতি
- EVM: Electronic Voting Machine)

ই-পাসপোর্ট (Electronic Passport)

- অপর নাম: বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট / ডিজিটাল পাসপোর্ট।
- নিয়ন্ত্রক: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ।
- দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম এবং বিশ্বে ১১৯তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে শুরু হয়: ২২ জানুয়ারি, ২০২০।
- বয়সভেদে ই-পাসপোর্টের মেয়াদ: পাঁচ ও দশ বছর মেয়াদি।
- বাংলাদেশকে সহায়তা করে: জার্মানভিত্তিক সরকারি প্রতিষ্ঠান Verides GmbH।
- ই-পাসপোর্টে যা আছে: পাসপোর্টধারীর ডেমোগ্রাফিক তথ্য, দশ আঙুলের ছাপ, চোখের কর্নিয়ার ছবি ও ডিজিটাল স্বাক্ষর। ই-পাসপোর্টে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা ফিচার আছে।

- Straw Poll: কোন বিষয়ে ভালমত যাচাইয়ের জন্য পরিচালিত বেসরকারী ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা।
- Plebiscite: কোন বিষয়ে ভালমত যাচাইয়ের জন্য পরিচালিত সরকারী ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা।

শ্বেতপত্র

- সমকালীন অর্থনৈতিক বা সামজিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি নীতির উপর যে লিখিত বিবৃতি প্রদান করে তাকে শ্বেতপত্র বলে।
- ব্রিটেনে শ্বেতপত্রকে পার্লামেন্টারি পেপারস বলে।

পত্র (Paper)

সমকালীন অর্থনৈতিক বা সামজিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি নীতির উপর যে লিখিত বিবৃতি প্রদান করে তাকে শ্বেতপত্র বলে। ব্রিটেনে শ্বেতপত্রকে পার্লামেন্টারি পেপারস বলে।

সবুজপত্র/Green Paper: ব্রিটিশ সংসদীয় প্রথায় 'সবুজপত্র' জারী করার নীতিও বিদ্যমান। সবুজপত্র মূলত বিভিন্ন জনস্বার্থ বিষয়ক সমস্যার জন্য ব্যাপক আলোচনার উদ্দেশ্যে জারী করা হয়। এর উপর জনসাধারণের মতামত আহবান করা হয়। বাংলাদেশে এ প্রথার প্রচলন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

পত্র (Paper)

নীতিপত্র (Policy Brief): নীতিপত্র হলো একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সারাংশ, সমস্যা মোকাবেলার জন্য নীতির বিকল্প ও সেরা বিকল্পের জন্য কিছু সুপারিশ, নীতিপত্র সরকারের নীতিনির্ধারক এবং অন্যান্য যারা নীতি প্রণয়ন বা প্রভাবিত করতে আগ্রহী তাদের লক্ষ্য করে।

কৌশলপত্র (Strategy Paper): কৌশলপত্রের মাধ্যমে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিস্তারিত কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়। এর মাধ্যমে কৌশল ও এর পিছনের চিন্তাকে ব্যাখ্যা করা হয়।

সুশাসন নিশ্চিত করতে White Paper প্রকাশ করে- EEC (European Economic Community)

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিচারে ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পৃথিবীতে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ছিলো। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বাংলাদেশে এখনও ব্যাপকহারে দুর্নীতি বিদ্যমান।

সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা

- দুর্নীতি
- আমলাতন্ত্র
- আইনের শাসনে দুর্বলতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করনীয়/সমস্যা সমাধানের উপায়

- মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
- সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সাবেশ ও তা বাস্তবায়ন করা।
- জবাবদিহিতা মূলক প্রশাসন গড়ে তোলা।
- একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- দারিদ্র্য দূরীকরণ
- নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করনীয়/সমস্যা সমাধানের উপায়

- মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমের উপর সরকারি হস্তক্ষেপের অবসান।
- সহিংসতা দূর ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা।
- কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা
- দুর্নীতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ ।
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা

সুনাগরিকের গুণ প্রধানত- ৩টি

১. বুদ্ধি (Intelligence)

২. বিবেক (Conscience)

৩. আত্মসংযম (Self-control)

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- সামাজিত দয়িত্ব পালন
- সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিকমনা হওয়া
- সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা
- সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন
- নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষায় কাজ করা
- রাষ্ট্রের আদেশ নিষেধ মান।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- আইন মান্য করা
- নিয়মিত কর প্রদান
- রাষ্ট্রের সেবা করা
- রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- জাতীয় সম্পদ রক্ষা
- সচেতন ও সজাগ হতে হবে
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা
- উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

- পরমত সহিষ্ণুতা
- স্বচ্ছতা
- আইনের শাসন
- ন্যায়পরায়ণতা
- সচেতনাবোধ সৃষ্টি
- দায়বদ্ধতা

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
The Spirit of Laws	মন্টেস্কু	The Web of Government	Robert Morrison Maciver
Leviathan	Thomas Hobbes	The Two Income Trap	Elizabeth Warren
The Sprit of Islam	সৈয়দ আমীর আলী	Misbehaving	Richard H. Thaler
Political Man	Seymour Martin Lipset	Political Order and Political Decay	Francis Fukuyama
Political Ideals	Bertrand Russell	The Politics of the Governed	Partha Chattergee

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

National Integrity Strategy

NIS

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো দুর্নীতি ঠেকাতে নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, এবং সততা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রণীত একটি সুশাসন কৌশল।
- "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল"
- পাস হয় ২০১২ সালে

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

- এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারদের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

- এই কৌশলে শুদ্ধাচার বলতে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার নিয়মতান্ত্রিক দুর্বলতাকে দুর্নীতির মূল চালক হিসেবে চিহ্নিত করেছে জাতিসংঘ।

❑জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের উদ্দেশ্য

“প্রশাসনের একার প্রচেষ্টায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় সম্ভব নয়; নৈতিক আচরণ ও শুদ্ধাচারের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ জরুরি” – সরকার বর্ণিত এ বিশ্বাসের প্রতিফলন হচ্ছে জাতিয় শুদ্ধাচার কৌশল।

শুদ্ধাচার কী ?

- শুদ্ধাচার হলো সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণ।
- সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও শুদ্ধাচার।
- ব্যক্তিপর্যায়ে শুদ্ধাচার মানে কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা অর্থাৎ চরিত্রনিষ্ঠা। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত হয়।
- প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিপর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- রাষ্ট্রীয় আইনকানুন, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমন ভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হওয়া উচিৎ যাতে তা শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কী ?

- সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুমোদিত হয়। এর লক্ষ্য হ'ল সুশাসন নিশ্চিত করণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা।
- উক্ত কৌশলপত্রে সকল নাগরিক যাতে আরও বেশী জনকেন্দ্রিক সেবা গ্রহণ করতে পারে, সে কারণে তাদের সুশাসনের হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা আপনার নাগরিক অধিকার।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার গুলো কী কী ?

তথ্য অধিকার, গণ-শুনানি, সিটিজেনস চার্টার এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা , সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার

১। তথ্য অধিকার

তথ্য প্রাপ্তি জনগণের অধিকার। প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে আবেদন করুন অথবা সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইট এর তথ্য অধিকার সেবা বক্স থেকে আবেদন করুন।

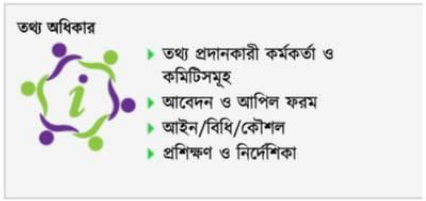

২। গণ-শুনানি

নিকটস্থ মাঠ প্রশাসন অফিসে গণ-শুনানিতে অংশ নিন এবং জনসেবা ও নীতি সম্পর্কিত আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৩। সিটিজেনস চার্টার

সকল সরকারি অফিস এর সিটিজেনস চার্টার রয়েছে। তাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে। সরকারি অফিসের বিদ্যমান সেবা এবং সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য সিটিজেনস চার্টার ব্যবহার করুন।

৪। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের অভিযোগ বক্স অথবা অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করুন।

- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ:
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও
- অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

- ১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
- ২. জাতীয় সংসদ
- ৩. বিচার বিভাগ
- ৪. নির্বাচন কমিশন
- ৫. অ্যাটর্নি জেনারেল
- ৬. সরকারি কর্ম কমিশন (P.S.C)
- ৭. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
- ৮. ন্যায়পাল
- ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন
- ১০. স্থানীয় সরকার

অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

- ১. রাজনৈতিক দল
- ২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
- ৩. এনজিও ও সুশীল সমাজ সংস্থা
- ৪. পরিবার
- ৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- ৬. গণমাধ্যম

নারী ও শিশু নির্যাতন

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনটি ২০০০ সালের, সংশোধন করা হয় ২০০৩ সালে।
- মানব পাচার রোধ আইন পাশ হয়- ২০১২ সালে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন – ২০০৬।
- 'Shadow Pandemic' – পরিবারে নারী ও শিশু নির্যাতিন।

মাদকাসক্তি (Drug Addiction)

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় - ১৯৯০ সালে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী বিল - ২০১৮ সালে
- UNODC - The United Nations Office on Drugs and Crime, জাতিসংঘের মাদকবিরোধী সংস্থা। প্রতিষ্ঠা-~~১৯৯৭~~। সদর দপ্তর- অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়।

যৌতুকপ্রথা (Dowry System)

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধিত) আইন ২০০৩ অনুযায়ী যৌতুকের দাবি নিয়ে হত্যার শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড
- যৌতুক নিরোধ আইন: ২০১৮

জরুরি ফোন নম্বর

জাতীয় জরুরি সেবা	৯৯৯
স্বাস্থ্য বাতায়ন	১৬২৬৩
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল	১০৯ বা ১০৯২১
চাইল্ড হেল্প লাইন	১০৯৮
সরকারি আইন সেবা	১৬৪৩০
জাতীয় পরিচয়পত্র	১০৫
বিটিআরসি	১০০
বাংলাদেশ ব্যাংক	১৬২৩৬
দুদক	১০৬
ইউনিয়ন পরিষদ হেল্প লাইন	১৬২৫৬
কৃষি কল সেন্টার	১৬১২৩
সরকারি তথ্য ও সেবা	৩৩৩

'Governance : Sound Development Management' শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশ করে কোন সংস্থা?

- ক) World Bank
- খ) IMF
- গ) UNDP
- ঘ) ADB ✓

• ১৯৯৫ সালে Asian Development Bank (ADB) '**Governance : Sound Development Management**' শীর্ষক রিপোর্টে 'সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করে।

• ১৯৯৭ সালে UNDP 'Governance for Sustainable Human Development' এই নামে তাদের একটি পলিসিতে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান ও এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে।

• বিশ্বব্যাংক (১৯৯৪) "Governance : The World Bank Experience" বা 'শাসন: বিশ্বব্যাংকের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক এক রিপোর্টে সুশাসনকে সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা, উন্নয়নের জন্য আইনী কাঠামো, স্বচ্ছতা ও তথ্য এ চারটি কার্যক্রম দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

• ১৯৯২ সালে বিশ্বব্যাংক 'Governance and Development' শীর্ষক রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে।

'সুশাসন হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিধিবদ্ধ চর্চা যার মাধ্যমে একটি দেশের উন্নয়ন কার্যাবলি পরিচালনা করা হয়।' সুশাসন সম্পর্কে সংজ্ঞাটি প্রদান করে -

- ক) Landell Mill
- খ) World Bank
- গ) Martin Minogue
- ঘ) UNDP ✓

▪ UNDP - এর মতে, "সুশাসন হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিধিবদ্ধ চর্চা যার মাধ্যমে একটি দেশের উন্নয়ন কার্যাবলি পরিচালনা করা হয়।"

• ল্যান্ডেল মিল (Landell Mill) মনে করেন, সুশাসন একটি জাতির রাজনেতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে এবং জন প্রশাসন এবং আইনী কাঠামোর মধ্যে এটি কিভাবে কাজ করে তা জানায়।

▪ বিশ্বব্যাংকের মতে, 'সুশাসন হল এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ সমাজের সমস্যা ও চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়'। সংস্থাটি সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "Governance is the manner in which power is exercised in the management of a countries economic and social resources for development."

▪ মারটিন মিনোগ (Martin Minogue) সুশাসন সম্পর্কে বলেন, "ব্যাপক অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতগুলো উদ্যোগের সমষ্টি এবং একটি সংস্কার কৌশল যা সরকারকে অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করতে সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করে তোলে।"

সুশাসনের জন্য সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনার কথা কোন প্রতিষ্ঠান বলেছে?

- ক) আইএমএফ
- খ) জাতিসংঘ
- গ) বিশ্বব্যাংক
- ঘ) ইইউ

কোন দশক থেকে সুশাসন ধারণাটি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে?

- ক) ১৯৮০
- খ) ১৯৯০
- গ) ~~১৯৭০~~
- ঘ) ~~১৯৬০~~

বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?

- ক) দুর্নীতি ✓
- খ) স্বজনপ্রীতি
- গ) রাজনৈতিক অস্থিরতা
- ঘ) সবকয়টি

নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠিত হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়?

- ক) মূল্যবোধ
- খ) সুশাসন ✓
- গ) গণতন্ত্র
- ঘ) নৈতিকতা

জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো -

- ক) সুশাসন ✓
- খ) আইনের শাসন
- গ) সুশীল সমাজ
- ঘ) ন্যায়বিচার

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন নাগরিকের করণীয় কোনটি?

- ক) নিয়মিত কর প্রদান করা
- খ) দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা
- গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
- ঘ) উপরের সবগুলো